কোটচাঁদপুরে ইউপি সদস্য আহত হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন

প্রতিপক্ষের হামলায় আহত হয়েছেন ইউপি সদস্য ও যুবলীগ নেতা তাইজুল ইসলাম। শনিবার রাত ৮ টায় ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর উপজেলার দমদমা বাজারে। বর্তমানে সে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, ২৮ আগস্ট কোটচাঁদপুর উপজেলার আশাননগর কুল্লা গাছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং নির্বাচন। এ নির্বাচন ঘিরে কয়েক দিন যাবৎ ওই এলাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তাপ চলছিল। এ ঘটনা এরই বহির প্রকাশ বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ভুক্তভোগী ইউপি তাইজুল ইসলাম বলেন, বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে আমি চেয়ারম্যান মিজানুর খানের পক্ষে কাজ না করায়, তাঁর লোকজন আমাকে মেরে আহত করেছেন।

তিনি বলেন,শনিবার রাত ৮ সময় স্থানীয় দমদমা বাজারে মশিয়ারের চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলাম। এ সময় ওই দোকানে আসেন সাজ্জাদ হোসেন। সে এসে বলেন তুই নাকি আমাদের বিপক্ষে ভোট করছিস। এরমধ্যেই আরো ১০/১২ ওইস্থানে আসেন। ঘিরে ধরে আমাকে রড, হাতুড়ি দিয়ে মারতে থাকে।

পরে স্থানীয় এসে আমাকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য গাড়িতে তোলেন। তারা আমাকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে ও বাধা সৃষ্টি করেন। পরে সার্কেল সাহেবের হস্তক্ষেপে আমি হাসপাতালে আসতে পারি। এ সময় ৮৫ হাজার টাকা, সোনার চেইন, তারা ছিনিয়ে নেন বলে দাবি ইউপি সদস্যের। তাইজুল ইসলাম এলাঙ্গী ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওর্য়াডের ইউপি সদস্য। এ ছাড়া তিনি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি। সে উপজেলার আশাননগর গ্রামের মৃত হবিবর রহমানের ছেলে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তানভির জামান বলেন,সারা শরিরে কালো ফুলা দাগ রয়েছে। চিকিৎসা দিয়ে ভর্তি রাখা হয়েছে। এ ছাড়া হাতের এক্সরে করতে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসলে বলা যাবে কি অবস্থা।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

মোহাইমিনুল ইসলাম জানান, ওই সময় রাউন্ডে ছিলাম। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি তাইজুল নামের একজন বেঞ্চের উপর শুয়ে আছে। এ সময় কে মেরেছে জানতে চাইলে,বলেন,রাজিব,আক্তার,শিপলু সহ কয়েক জন মিলে মারপিট করেছে।

তিনি বলেন,জানতে পারলাম রবিবার একটা স্কুলের ম্যানেজিং কিমটির নির্বাচন রয়েছে। ওই নির্বাচন ঘিরে প্রতিপক্ষরা তাকে মারতে পারে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

কোটচাঁদপুর বিএনপি’র বিক্ষোভ ও সমাবেশ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বিএনপি’র বিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বিকালে কোটচাঁদপুর স্থানীয় বাজার চত্বরে জ্বালানি তেল,পরিবহন ভাড়া, বিদ্যুৎতের অসহানীয় লোডশেডিং, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, ভোলায় পুলিশ কর্তৃক গুলি করে ছাত্র দল নেতা নুরে আলম ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা আব্দুর রহিম হত্যার প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটি সহ সাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুন্ডু।

বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক। প্রধানবক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটি সহ তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক আমিরুজ্জামান খান শিমুল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডঃ এম এ মজিদ, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা। জেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পপ্পু।

সভায় বক্তব্য রাখেন কোটচাঁদপুর উপজেলার সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা একরামুল হক, পৌর বিএনপির সহসভাপতি আব্দুর রশিদ সর্দার। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা

বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত হোসেন, সাংগাঠনিক সম্পাদক হারুন অর রশিদ, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, সাংগঠনিক সম্পাদক মীর্জা টিপু। উপজেলা যুব দলের আহবায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল, পৌর যুবদলের আহবায়ক ফয়েজ আহমেদ তুফান।

এর আগে বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দিতে কোটচাঁদপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে নেতা-কর্মীরা স্থানীয় মেইন বাসস্ট্যান্ডে এসে জড়ো হতে থাকে। পরে মিছিল বের হয়ে কোটচাঁদপুর বাজার চত্বরের সমাবেশে যোগ দেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির সভাপতি এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল।

৭ দফা দাবিতে কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপির লিফলেট বিতরন

৭ দফা দাবিতে শহরে লিফলেট বিতরন করেছেন কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপি। সোমবার বিকালে এ লিফলেট বিতরন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত হোসেন, সহসভাপতি সাইফুর রহমান কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির সভাপতি এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল, সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, সাংগাঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু,উপজেলা যুব দলের আহবায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল।

পরে ৭ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট শহরের মানুষের মাঝে বিতরণ করেন নেতা-কর্মীরা। ৭ দফার মধ্যে রয়েছে জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, পরিবহনের ভাড়াসহ সকল মূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুৎতের অসহানীয় লোডশেডিং ও স্যারের মূল্য বৃদ্ধি, ভোলায় পুলিশ কর্তৃক গুলি করে ছাত্র দল নেতা নুরে আলম ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা আব্দুর রহিম হত্যার প্রতিবাদ,দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি, দেশনায়ক তারেক রহমান কে বিনা বাধায় স্বদেশে প্রত্যবর্তন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠা দাবি অন্যতম।

অন্যদিকে কোটচাঁদপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে আগমী ২৪ তারিখের বিক্ষোভ সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা করা হয়।

কোটচাঁদপুরে নানা আয়োজনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকলে,সব ধর্মের মানুষ সমান সুবিধা ভোগ করে থাকেন।

শুক্রবার কোটচাঁদপুর কেন্দ্রীয় কালিবাড়ি মন্দিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় এ কথা বলেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাড. শফিকুল আজম খান চঞ্চল।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের কোটচাঁদপুর শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ নিমাই চন্দ্র দে।

রবীন্দ্রনাথ শর্ম্মার সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলার চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সভাপতি মোছাঃ শরিফুননেসা মিকি, ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন,উপজেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি ও আওয়ামী লীগ নেতা মীর কাশেম আলী।

এ সময় শতশত ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে র্যালি বের হয়। র্যালিটি শহরের বিশেষ বিশেষ সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে ভক্তবৃন্দদের মধ্যে মহা প্রসাদ বিতরন করা হয়।

কোটচাঁদপুরে নয়ন জুুলি দখল

করে গড়ে উঠেছে বাজার

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নয়ন জুুলি দখল করে কোটচাঁদপুরে গড়ে উঠেছে দোকান, বাজার,স মিল, রাইচ মিল, ভরাট হয়েছে পৌরসভার বর্জ্যে।

এতে করে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বন্ধ হওয়ায় হুমকিতে পড়েছে ৯ শ একর আবাদি জমির ফসল। অবৈধ দখল থাকলে উচ্ছেদ করা হবে বললেন, সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী আনোয়ার পারভেজ।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর-কালিগঞ্জ মহাসড়কের কোটচাঁদপুর অংশের সড়কের পাশ ছিল সড়ক ও জনপদ বিভাগের নয়ন জুলি।

সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের তদারকি না থাকায় নয়ন জুলি দখল হয়ে গড়ে উঠেছে দোকান, মার্কেট, স মিল রাইচ, কাঠের মিল। এতে করে ব্যহত হচ্ছে পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ওই এলাকার প্রায় ৯ শ একর জমির ফসল।

এ ব্যাপারে কলেজ বাসস্ট্যান্ডের ভুক্তভোগী চাষি সেলিম হোসেন বলেন, আমি আড়াই বিঘা জমিতে আবাদ করি। পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা বন্ধ হওয়ায় প্রতিবছর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি আমরা।

এ কারনে এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে এলাকার চাষিদের স্বাক্ষরিত দরখাস্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, চেয়ারম্যান, কৃষি কর্মকর্তার কাছে দেয়া হয়েছে। তিনি ওই দরখাস্তে দাবী করেছেন বর্ষার মৌসুমে এ এলাকার প্রায় ৯ শ একর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

চাষি হারুন অর রশিদ বলেন, আমি নিজে ওই ব্লকে ৩ বিঘা জমি চাষ করি। এ ছাড়া আরো ৬ বিঘা অন্যের জমিও দেখা শোনা করে দিই। এর আগে নয়ন জলি দখল করে নির্মিত হয়েছে, দোকান,স মিল, রাইচ মিল। এতে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বন্ধ হয়েছিল।

বর্তমানে পৌর সভার ময়লা আবর্জনায় ভরাট হচ্ছে নয়ন জুলি। এতে করে আরো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বৃষ্টির সময় এ ব্লকের সব ফসল পানিতে নিমজ্জিত হয়। এ কারনে চাষিরা প্রতিবছরই লোকসান করছেন আবাদ করে। তিনি এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ চেয়েছেন সংশ্লিষ্টদের নিকট।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর পৌর ভূমি অফিসের ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারি

কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ওই জমিটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের। এটা সলেমানপুর মৌজার ২৩৫ দাগের জমি। ওই দাগে ১ একর ৪ শতক জমি রয়েছে। যেটা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নয়ন জুলি নামে রয়েছে।

ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী আনোয়ার পারভেজ জানান, অনেক জায়গার জমি অনেকে দখল করে রেখেছে। এ বিষয়টি কেউ কোন দিন নজরে আনেন নাই। এ কারনে আমার জানাও ছিল না। তবে আমি খোজ খবর নিতে অফিসের সার্ভেয়ারকে পাঠাব। অবৈধ দখল থাকলে তা উচ্ছেদ করা হবে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ দেলোয়ার হোসেন বলেন, সার্ভেয়ারকে পাঠানো হয়ে ছিল। সে দেখে এসেছে। ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কোটচাঁদপুরে অধিক মুনাফা দেখিয়ে ৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ

ব্যাংকের মধ্যে ব্যাংক খুলে অধিক মুনাফার লোভ দেখিয়ে ৫ কোটি টাকা হাতিয়ে পালিয়েছেন আল আরাফা ব্যাংকের কোটচাঁদপুর শাখার এজেন্ট আহসানগীর। এ ঘটনায় স্থানীয় থানায় অভিযোগ করেছেন টাকা লগ্নিকারী এক গ্রাহক।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, ২০২০ সালে কোটচাঁদপুরে আল-আরাফা এজেন্ট ব্যাংকের শাখা খোলা হয়। চাকুরী দেয়া হয় স্থানীয় যুবকদের। এর জন্য তাদের কাছ থেকে নেয়া হয় টাকা।

যার মধ্যে রয়েছে ব্যাংকের অপারেশন ম্যানেজার জুবায়ের আলমের ৩ লাখ, টেইলর এনামুল হকের ১ লাখ, নুরুনাহারের ৩ লাখ, মুক্তার হোসেনের ১ লাখ, জাকির হোসেনের ১ লাখ, আলামিন হোসেনের ১ লাখ, শামীম হোসেনর ১ লাখ, সুজন হোসেনর ১ লাখ, চামেলি খাতুনের ৩ লাখ, আরিফা খাতুনের ৩ লাখ।

এদিকে ব্যাংকে স্থায়ী যুবকদের চাকুরী দেয়ায় দ্রুত ব্যাংকটি পরিচিত লাভ করে এলাকায়। এ সুযোগে ব্যাংকের আহসানগীর অধিক মূনাফা দেয়ার কথা বলে এলাকার মানুষের কাছ থেকে ৫ কোটিরও অধিক টাকা হাতি নিয়ে নিজের গ্রে মেটাল ইন্ড্রাষ্ট্রিজের হিসাব নাম্বারে জমা করেছেন। বিনিময়ে তারা পাবেন লাখে ১ হাজার ৫০ টাকা।

আর এ চুক্তিতে ওই ব্যাংকে টাকা লগ্নি করেছেন হাফিজা হ্যাপী ১১ লাখ, আল-আলী ১১ লাখ, সাইদুজ্জামান ২ লাখ ৭০ হাজার, লিটন হোসেন ৬ লাখ, শাহাজান আলী ১০ লাখ, আরিফ হোসেন ১৩ লাখ ৮০ হাজার, নয়ন ইসলাম ২ লাখ, হাসান আলী ২ লাখ, জাহাঙ্গীর হোসেন ২ লাখ, ইমরান হোসেন ৩ লাখ, মামুন হোসেন ৩ লাখ, ফাতেমা বেগম ১ লাখ ৫০ হাজার।

এছাড়া ও আহসানগীর জীবননগরের আন্দোল-বাড়িয়া ও হরিণাকুন্ড থানায় ওই ব্যাংকের শাখা খুলে টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

ব্যাংকের গ্রাহক শাহাজান আলী বলেন, ব্যাংকে ৩ বছরের জন্য টাকা ফিক্সড করতে গিয়েছিলাম। এ সময় এজেন্ট আহসানগীর টাকা নিয়ে এ স্লিপ লিখে দেন। এরপর বলেন প্রতি মাসে ১ হাজার ৫০ টাকা করে মুনাফা নিয়ে যাবেন। তিনি বলেন, আমাদের যাদের টাকা নিয়ে গেছেন এরমধ্যে ১৪/১৫ জনের খোজ মিলেছে।

তবে এর বাইরে আরো মানুষ আছেন যারা এখনও জানেন না ব্যাংকের এ অবস্থার কথা। আমার জানা মতে ৫ কোটিরও বেশি টাকা নিয়ে পালিয়েছেন ওই এজেন্ট। এ ব্যাপারে আমরা সবাই থানায় অভিযোগ করবো।

আরেক গ্রাহক ফাতেমা খাতুন বলেন,অনেক কষ্ট করে টাকাগুলো জোগাড় করেছিলাম মেয়ের পড়ানোর জন্য। আমি ব্যাংকে গিয়ে জুবায়ের আলমের কাছে টাকা জমা রাখি।

এরপর আহসানগীর ডেকে নিয়ে গিয়ে চুক্তির কথা বলেন। পরে আমার টাকাটা ওনার হিসাব নাম্বারে স্থানন্তর করেছেন। টাকা জমা দেয়ার পর একটা টাকাও লাভ পায়নি। বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানায় আহসানগীর ও জুবায়ের আলমের নামে অভিযোগ করা হয়েছে।

পলাতক থাকায় এ ব্যাপারে ব্যাংকের এজেন্ট আহসানগীরের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। তবে তাঁর ভাই আলমগীর হোসেন বলেন, ১৪ বছর ধরে তাঁর সঙ্গে কোন যোগাযোগ নাই। তবে টাকা নিয়ে পালিয়েছে শুনছি। তবে কোথায় আছে জানিনা। এ

ব্যাপারে আহসানগীরের স্ত্রী নাইস খাতুন বলেন, তার ব্যবসা সম্পর্কে আমাকে কিছু বলত না। এখন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ বাড়িতে আসছে, এ কারনে জানতে পারছি। তবে কোথায় আছে জানিনা।

সর্বশেষ ৮ আগষ্ট আমার সঙ্গে কথা হয়। এর আগে আমি গ্রামে বাড়ি কাকিলা দাড়িতে ছিলাম। মানুষ গিয়ে হুমকি-ধামকি দিচ্ছে। এ কারনে নিরাপত্তার জন্য বাইরে চলে এসেছি। আহসানগীর মহেশপুর উপজেলার কাকিলাদাড়ি গ্রামের আমিনুর ইসলাম (শান্তির) ছেলে।

এ ব্যাপারে ব্যাংকের কোটচাঁদপুর শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মতিউর রহমান বলেন, এ ঘটনার পর আমি দায়িত্বে আছি। তবে শাখাটি দেখা শোনা করছেন ঝিনাইদহ অফিস।

তবে যে ঘটনা ঘটেছে এর দায়ভার ব্যাংক নিবে না। কারন অধিক লাভের আশায় তারা ব্যক্তিগত ভাবে এজেন্টের কাছে টাকা রেখেছেন। এ খবর পেয়ে হেড অফিস থেকে খোজ খবর নিয়ে গেছেন। যা করার ওনারা করবেন।

এ প্রসঙ্গে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক ফরিদ হোসেন বলেন, ওই ঘটনায় কোটচাঁদপুর থানায় ব্যাংকের এজেন্ট আহসানগীর ও অপারেশন ম্যানেজার জুবায়ের আলমের নামে অভিযোগ করেছেন। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে।

কোটচাঁদপুরে দুই চোর আটক

শেষ রক্ষা হল চোরেদের। আলমসাধু চুরি করে পালানোর সময় হাতে-নাতে ধরা পড়েছেন তারা। পরে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে। শনিবার সকালে এ ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুরের কাশিপুর গ্রামে।

আলমসাধুর মালিক ইসমাইল হোসেন বিশু বলেন, প্রতিদিনের মত শুক্রবারও আলমসাধু বাড়ি উঠানে রাখি। রাত ২টা বাজে। হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে দেখতে পায় আলমসাধু নাই। এরপর ঘর থেকে বের হতেই চোরেরা আলমসাধু নিয়ে পালাচ্ছে।

এ সময় তাদেরকে ধাওয়া করে পিছু নিই। পরে আমি আমার কালিগঞ্জের এক স্বজনকে মোবাইলে বিষয়টি জানায়। এ খবরে তারা সড়কে এসে আলমসাধুটি

ধরে ফেলে। দৌড়ে পালায় চোরেরা।

পরে তারা চোরেদের পিছু নিয়ে সুমন নামের একজন ধরে ফেলেন। এরপর তারা চোর সহ আলমসাধুটি কোটচাঁদপুর থানায় সোপর্দ করেন। এদিকে চোর ধরা পড়া খবরে ছুটে আসেন কোটচাঁদপুরের দুই আলমসাধুর মালিক। যার মধ্যে রয়েছে মিন্টু রহমান ও সিরাজুল ইসলাম।

তারা বলেন, সম্প্রতি তাদের আলমসাধু চুরি হয়ে গেছে। আমাদের বিশ্বাস আলমসাধু দুইটি তারাই নিয়েছে। পরে সুমনের স্বীকারাক্তি অনুযায়ী বড়বামনদহ গ্রামে মোহাম্মদ আলী কে গ্রেফতার করেন পুলিশ। সে ওই গ্রামের আব্দুল মোতালেব হোসেনের ছেলে। সুমন কোটচাঁদপুর পৌরসভার গাবতলা পাড়ার আব্দুর রহিমের ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক মোঃ হাসানুর রহমান জানান, জনগন চোরসহ আলমসাধু আটকে পুলিশে সোপর্দ করেছেন। মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কোটচাঁদপুরে ভুক্তভোগী মৎস্যজীবিদের মানববন্ধন

লুট করা টাকা ফেরত ও হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন ভুক্তভোগী মৎস্যজীবিরা। গতকাল শনিবার বিকাল ৫ টার সময় জগদীশপুর হালদার পাড়ার বাওড়ের তীরে এ মানববন্ধন করেন তারা।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলার বেশ কয়েকটি বিল, বাওড় রয়েছে। যার মধ্যে জগদীশপুর বাওড় অন্যতম। এ বাওড় ঘিরে বসবাস করেন ৫৩ ঘর মৎস্যজীবি। যারা এ বাওড়ের মৎস্য আহরন করে জীবিকা চালায়।

তবে এ বাওড় চাষ করতে গিয়ে তাদেরও পোহাতে হয় অনেক ধরনের ঝামেলা। শুক্রবার রাতের ঘটে যাওয়া ঘটনা তাঁর বহিঃপ্রকাশ। এ ঘটনা নিয়ে এলাকায় দুই পক্ষের মধ্যে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এ সব থেকে রেহাই পেতে শনিবার জগদীশ বাওড়ের তীরে মানববন্ধন করেন। এ সময় মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের প্রায় ২ শতাধিক নারী পুরুষ উপস্থিত

ছিলেন।

মানববন্ধনে বক্তব্যে ভুক্তভোগী মৎস্যজীবি ও সমিতির সভাপতি নারায়ন মন্ডল বলেন, কোটচাঁদপুর উপজেলার সব থেকে পুরাতন সমিতি আমাদের। এ সমিতির আওতায় আমরা এ বাওড়ে মাছ চাষ করে থাকি।

এবারও ২০২১ সালের দিকে বাওড়ের ডাক পায় ওই সমিতি। এরপর থেকে সমিতির সাধারন সম্পাদক কানাই হালদার একটা গ্রুপ করে আমাকে বাদ দিয়ে মাছ করছিল। চাষে ১৪ লাখ টাকা লোকসান দেখান তারা।

এ সব বিষয় নিয়ে শুক্রবার মিটিংয়ে বসা হয় স্থানীয় পুজা মন্ডপে। এ সময় রাজিবুল, মোহাম্মদ আলীসহ কয়েক মটরসাইকেল করে ঘটনাস্থলে আসেন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে। ওই সব দেখে মিটিং থেকে সবাই দৌড়ে পালায়।

এ সময় মিটিং স্থলে থাকা সমিতির প্রায় ১২ লাখ টাকা নিয়ে যায় তারা। তিনি বলেন, মোহাম্মদ আলী আমাদের কাছে মাছের পোনার টাকা পেত। ওই টাকা দেওয়ার কথা ছিল বৃহস্পতিবার।

তবে ওই দিন মিটিং না হওয়ায় টাকা দেয়া সম্ভব হয়নি। নারায়ণ মন্ডল বলেন, আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। বাওড়টি চাষ করে আমাদের জীবিকা চলে। আর তাতে বাদ সাধে ওই গ্রুপের লোকজন। আমরা তাদের হাত থেকে রেহাই পেতে চাই। এ বিষয়ে সকালে কোটচাঁদপুর মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

অভিযুক্ত রাজিবুল ইসলাম বলেন, নারায়ন মন্ডল বিএনপি করে। এ কারনে চেয়ারম্যানের নির্দেশে তাকে বাওড়ের তীরে যাওয়া নিষেধ ছিল। বাওড়টি চাষ করছিল সমিতির সাধারণ সম্পাদক কানাই হালদার। তাকে তারা চোর সাজিয়ে এক পেশ করে রেখেছে।

তিনি বলেন, তারা হালদার। তাদের সঙ্গে আমার কোন সমস্যা নাই। তবে মোহাম্মদ আলীর কাছ থেকে মাছের পোনা কেনার সময় আমি ওই টাকার জামিনদার ছিলাম। এ কারনে তাদের ওখানে যাওয়া।

তারা আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করেছেন, তা সব মিথ্যা। তবে টাকা নিয়ে হালকা কথা কাটাকাটি হয়েছিল। আপনার কোন দলীয় পরিচয় আছে কিনা, জানতে চাইলে তিনি বলেন না কোন দলীয় পদ নাই।

এ প্রসঙ্গে সমিতির সাধারণ সম্পাদক কানাই হালদার জানান, আমিও মিটিংয়ে ছিলাম। যারা টাকা পাবে তারা গিয়েছিল। যার মধ্যে ছিল রাজিবুল,মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ আলীর ছেলে। আর যে টাকার কথা

বলছে, সেটা মিথ্যা। আমাদের সমিতির টাকাই নাই। সমিতি চলছে লোকসানে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক ফরিদ হোসেন বলেন,জগদীশ বাওড়ের ঘটনা নিয়ে একটা অভিযোগ হয়েছে। তারা বলেছেন, বাওড়ে চাষ করলে বিবাদের টাকা দিতে হবে।

টাকা দিতে অপরগতা জানালে ১৩ তারিখ রাতে তারা এসে আমাদের উপর হামলা করেন। এ সময় তাদের কাছে ১২ লাখ টাকা তারা ছিনিয়ে নেন বলে তারা জানান।

কোটচাঁদপুরে শাহাদাত বার্ষিকী পালনে প্রস্তুতি সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন উপলক্ষে প্রস্তুতি মূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে কোটচাঁদপুর উপজেলা সম্মেলন কক্ষে এ সভা করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ দেলোয়ার হোসেন সভায় সভাপতিত্ব করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান মোছাঃ শরিফুননেসা মিকি, ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকী,সহকারী কমিশনার(ভুমি) সিরুপমা রায়,কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মঈন উদ্দিন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ, সাবেক মুক্তি যোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি কাজী আলমগীর হোসেন, পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক আহবায়ক ফারজেল হোসেন মন্ডল, সাবদারপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান, এলাঙ্গীর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান, পৌরসভার প্যানেল মেয়র জাহিদ হোসেন, সাংবাদিক নজরুল ইসলাম, সুব্রত কুমার, মঈন উদ্দিন, এস এম রায়হান উদ্দিন, আব্দুল্লা বাশার।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন স্কুল, কলেজ সহ বিভিন্ন দপ্তরে কর্মকর্তারা। সভায় শাহাদাত বার্ষিকী পালন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসুচি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের মূল্যয়ন ও সমাপনী

মূল্যায়ন ও সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে শেষ হল ৭ দিনের জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ। গতকাল শুক্রবার সকালে কোটচাঁদপুর উপজেলা সম্মেলন কক্ষে সমাপনী সভা করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ দেলোয়ার হোসেন। মূল্যায়ন ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সভাপতি মোছাঃ শরিফুননেসা মিকি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, উপজেলা প্রকৌশলী রুহুল ইসলাম, কৃষি কর্মকর্তা মোঃ মহাসিন আলী। এ সময় শতাধিক মৎস্যীজীবি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্চয় কুমার।

পরে মৎস্যজীবিদের হাতে মৎস্য আহরনের বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেন অতিথিবৃন্দরা।